ঈশ্বরের বাক্য অবধান

১ম শমূয়েল ৩ অধ্যায় ১-২১ পদ

এর আগে ২ অধ্যায়ের শেষে আমরা দেখেছি যে, ঈশ্বর বৃদ্ধ এলি ও তার সন্তানদের পরিত্যাগ করেছেন এবং এলির বংশধরদের কাছ থেকে যাজকত্বের দায়িত্ব কেঁড়ে নিয়ে একজন বিশ্বস্ত যাজককে দেবার কথা ঘোষনা করেছেন (২:৩৫), যা উপযুক্ত সময়ে সাদোক ও তার বংশধরদের দ্বারা পূর্ণ হতে চলেছে (১রাজা ২:২৭, ৩৫)। এইভাবে যাজকত্বের দায়িত্ব স্থানান্তরিত হলেও, ইস্রায়েলকে সদাপ্রভুর ইচ্ছানুসারে নেতৃত্ব দানের দায়িত্ব কিন্তু ঈশ্বর অন্য একজনকে দিতে চলেছেন। আর তাই, এলি ও তার বংশধরদের ত্যাগ করার কথা বলার ঠিক পরেই সদাপ্রভুর দ্বারা শমূয়েলের আহ্বানের কথা ৩ অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। হ্যাঁ, নিজের ইচ্ছানুসারে ইস্রায়েলকে নেতৃত্ব দেবার জন্য ঈশ্বর শমূয়েলকে মনোনীত করেছেন।

এখন, ইস্রায়েল জাতিকে ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে সঠিকভাবে নেতৃত্বদান করতে হলে, যে বিষয়টি সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ, তা হল ঈশ্বরের বাক্য অবধান করা, যার অর্থ তাঁর কথা মন দিয়ে শোনা ও পালন করা। আর তাই, এই অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাই, বালক শমূয়েলের কাছে ঈশ্বর তাঁর বাক্য প্রকাশ করেছেন এবং শমূয়েল সেই বাক্য অবধান করেছে। ফলস্বরূপ, ৩ অধ্যায়ের শুরু ও শেষের মধ্যে বিরাট পার্থক্য আমাদের চোখে পড়ে। ৩ অধ্যায় যখন এমন কথা বলে শুরু হয়েছে: *"সেইসময় সদাপ্রভুর বাক্য দুর্লভ ছিল, দর্শন যখন তখন হত না"* (৩:১); তখন এর ঠিক বিপরীত কথা বলে এই অধ্যায় শেষ হয়েছে: *"কারণ সদাপ্রভু শীলোতে শমূয়েলের কাছে সদাপ্রভুর বাক্য দ্বারা নিজেকে প্রকাশ করতেন"* (৩:২১)। তাই, আজ আমরা ১শমূয়েল ৩ অধ্যায় থেকে ঈশ্বরের বাক্যে আমরা কীভাবে অবধান করব, তা শমূয়েলের কাছ থেকে শিখতে চলেছি।

১। ঈশ্বরের বাক্য অবধানে আমরা যেন প্রস্তুত থাকি (১-১০ পদ): এর আগে ২ অধ্যায়ে আমরা এলির পুত্র হফ্‌নি ও পীনহসের অবিশ্বস্ত জীবনের প্রেক্ষাপটে শমূয়েলকে সদাপ্রভুর কাছে ও মানুষদের কাছে অনুগ্রহ লাভ করে উত্তর উত্তর বৃদ্ধি পেতে দেখেছি (২:২২, ২৬)। চারপাশের পরিবেশ বা পরিস্থিতির অজুহাত দেখিয়ে হফ্‌নি ও পীনহসকে অনুকরণ করার পরিবর্তে, শমূয়েল বিশ্বস্ততার সঙ্গে নিজের দায়িত্ব পালন করেছে। তাই, তার আধ্যাত্মিক বৃদ্ধির পেছনে বালক শমূয়েলের বিশ্বস্ত জীবনকে লেখক এইভাবে বর্ণনা করেছে: *"বালক শমূয়েল মসীনা-সূত্রের এফোদ পড়ে সদাপ্রভুর সামনে পরিচর্যা করতেন"* (২:১৮)। ৩ অধ্যায়ও শমূয়েলের বিষয় একই কথা বলে শুরু হয়েছে, *"বালক শমূয়েল এলির সামনে সদাপ্রভুর পরিচর্যা করতেন"* (৩:১)। এই সময় বালক শমূয়েলের বয়স ১২-১৩ বৎসর ছিল বলে ধরা যেতে পারে। এমন বয়সের একটি বালকের পক্ষে শীলোতে সদাপ্রভুর আবাস-তাম্বুতে সদাপ্রভুর পরিচর্যা করার অর্থ, রাতে বাতি জ্বালানো, বা আবাস-তাম্বুর মধ্যে ঝাঁট দেওয়া, বা সকালে আবাস-তাম্বুর দরজা খোলা, কিম্বা সদাপ্রভুর গৃহে পর্যাপ্ত জলের ব্যবস্থা করার ন্যায় খুবই সামান্য কাজ শমূয়েল করত। ১ পদে আরও বলা হয়েছে যে, *"সেইসময় সদাপ্রভুর বাক্য দুর্লভ ছিল, দর্শন যখন তখন হত না।"* এখন, এ কথা সত্য যে ২বিবরণ ১৮:১৫-১৯ পদে ঈশ্বর তাঁর নিজের ইচ্ছা ও পরিকল্পনা ইস্রায়েলকে জানাবার জন্য তাদের মধ্যে তাঁর ভাববাদিদের পাঠানোর কথা বলেছিলেন; কিন্তু লোকেরা যখন তাদের অবিশ্বাস ও অবাধ্যতার মাধ্যমে ঈশ্বরের বাক্যকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছে, তখন ঈশ্বর তাঁর প্রজাদের কাছ থেকে তাঁর বাক্য ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছেন। বালক শমূয়েল এমনই এক সময়ে ঈশ্বরের পরিচর্যা করার দায়িত্ব পেয়েছিল। এ বিষয়টি যেন আমাদের চোখ এড়িয়ে না যায়। চারপাশের আধ্যাত্মিক খরা শমূয়েলকে তার দায়িত্ব পালনে অবিশ্বস্ত করতে পারেনি। কেবল তাই নয়, ৩:৭ পদে আরও বলা হয়েছে যে, *"সেই সময়ে শমূয়েল সদাপ্রভুর পরিচয় পায়নি, এবং তার কাছে সদাপ্রভুর বাক্যও প্রকাশিত হয়নি।"* এই কথার অর্থ, শমূয়েল ঈশ্বরের বিষয় তার মা-বাবা কিম্বা এলির কাছ থেকে শিখেছে, শমূয়েল

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

ঈশ্বরের বিষয় জানে; কিন্তু সে এখনও **ঈশ্বরকে ব্যক্তিগতভাবে জানেনি**। অবশ্য, শমূয়েলের বিষয় এই কথার সঙ্গে আমরা যেন ২:১২ পদে উল্লেখিত এলির দুই পুত্রের বর্ণনাকে ***("এলির দুই পুত্র পাষণ্ড ছিল, তারা সদাপ্রভুকে জানত না")*** এক করে না ফেলি। ব্যক্তিগতভাবে শমূয়েল যদিও এখনও ঈশ্বরকে জানেনি, কিন্তু ঈশ্বরের মহানুগ্রহে তাঁর আহ্বানে সে ঈশ্বরকে ব্যক্তিগতভাবে জানতে চলেছে; অন্যদিকে, এলির পুত্ররা ঈশ্বরকে জানে না, এবং কখনও জানবে না। যাইহোক, ঈশ্বরকে ব্যক্তিগতভাবে না জানলেও, শমূয়েল কিন্তু তার দায়িত্ব পালনে অবিশ্বস্ততার পরিচয় দেয়নি।

ঈশ্বরের গৃহে ঈশ্বরের পরিচর্যার পাশাপাশি শমূয়েল বৃদ্ধ ও ক্ষীণদৃষ্টি (২ পদ) এলির প্রতিও বিশ্বস্ততা ও বাধ্যতার পরিচয় দিয়েছে। ঈশ্বরের কাজ করার নাম করে মানুষদের অবহেলা করার দ্বিচারিতার কাজ শমূয়েল করেনি। শমূয়েলের আচরণ থেকে এলির প্রতি তার শ্রদ্ধা ও বাধ্যতা প্রদর্শন সহজেই চোখে পড়ে।

আমরা কি শমূয়েলের অনুকরণে, আমাদের চারপাশের আধ্যাত্মিক খরাকে উপেক্ষা করে আমাদের দায়িত্ব নিষ্ঠা সহকারে পালন করে চলেছি, না-কি, পরিবেশ-পরিস্থিতিকে দোষ দিচ্ছি? আমাদের সেই দায়িত্ব কত বড় বা ছোট, সেটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়, বিশ্বস্ততা সহকারে আমরা তা পালন করছি কি-না, সেটাই গুরুত্বপূর্ণ। আবার অনেক সময় আমরা নিজেরা আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনে ঈশ্বরের সান্নিধ্য উপলব্ধিতে ব্যর্থ হয়ে থাকি, কিন্তু তখনও কি আমরা তাঁর প্রতি বিশ্বস্ত জীবন যাপন করি?

৩ পদে বলা হয়েছে, ***"ঈশ্বরের সিন্দুক (নিয়ম-সিন্দুক) যে স্থানে ছিল, শমূয়েল সেই স্থানে অর্থাৎ সদাপ্রভুর মন্দিরের মধ্যে শুয়ে ছিল।"*** এখন, ঈশ্বরের সিন্দুক যেহেতু ঈশ্বরের পার্থিব উপস্থিতির প্রতীক, সেইহেতু এই কথার অর্থ, শমূয়েল ঈশ্বরের সান্নিধ্যে ছিল। যাকোব ৪:৮ পদে বলা হয়েছে, ***"ঈশ্বরের কাছে এস, তাহলে তিনিও তোমাদের কাছে আসবেন।"*** শমূয়েল যেমন সদাপ্রভুর গৃহে বিশ্বস্তভাবে ঈশ্বরের পরিচর্যার দ্বারা ঈশ্বরের কাছে এসেছিল; আজ বিশ্বাসী আমরা আমাদের নিয়মিত আরাধনা, বাইবেল অধ্যয়ন, বাপ্তিস্ম ও প্রভুর ভোজে অংশগ্রহণ ও প্রার্থনার দ্বারা ঈশ্বরের আরও কাছে আসতে পারি। যারা ঈশ্বরের কাছে অবস্থান করে, ঈশ্বর তাদের কাছেই তাঁর বাক্যের দ্বারা তাঁর ইচ্ছা ও পরিকল্পনা ব্যক্ত করে থাকেন। বিশ্বাসী হয়েও আমরা যদি ধারাবাহিকভাবে তাঁর থেকে দূরবর্তী জীবন যাপন করি, তাহলে কখনও আমরা তাঁর ইচ্ছা বা পরিকল্পনা জানার আশা করতে পারি না।

শমূয়েল ঈশ্বরের বাক্য অবধানের জন্য প্রস্তুত ছিল বলেই, রাত শেষে ভোরের দিকে (ঈশ্বরীয় প্রদীপ তখনও নেভেনি) ঈশ্বর যখন তার নাম ধরে ডেকেছিলেন, ঘুমিয়ে পড়ার কারণে সেই ডাক তার কানকে এড়িয়ে যায়নি। প্রথম তিনটি ডাকে সাড়া দিয়ে সে এলির কাছে ছুটে গেছিল, কারণ এলি বৃদ্ধ, ক্ষীণদৃষ্টি ও ওজনে ভারী (৪:১৮) হওয়ায় রাতে তার বিভিন্ন প্রয়োজনে সে শমূয়েলকে ডেকে থাকত। একইভাবে, ঈশ্বরের ৪র্থ ডাকটিও শমূয়েলের কান এড়িয়ে যায়নি।

আমরা কি সত্যিই তাঁর কথা শুনতে ও পালন করতে আগ্রহী? আজ আমরা কী আশা নিয়ে মণ্ডলীতে এসেছি? আমরা কি সত্যি তাঁর কথা শুনতে চাই? না-কি, টিভিতে অলিম্পিক দেখলে যদিও ভালো হত, তবু এসেছি? না-কি কেবল প্রশংসা-গান করতে এসেছি? না-কি কেবল বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করার আশায় এসেছি? ঈশ্বরের বাক্য শোনার জন্য সত্যিই কি আমরা প্রস্তুত?

২। আমাদের জীবনের প্রধান বিষয়গুলিকে আমরা যেন স্থির করি (১০-২১): প্রভু তাঁর আপন পরিকল্পনায় যখন শমূয়েলের মধ্যে ঈশ্বরের বাক্য অবধানের প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি সাধন করেছিলেন, তখন শমূয়েল তার নিজের জীবনে প্রধান বিষয়গুলিকে স্থির করতে ভুল করেনি। আমরাও যদি সত্যিই ঈশ্বরের বাক্য অবধানে আগ্রহী হই, তাহলে আমাদের জীবনের প্রধান বিষয়গুলিকে পৃথক করতে হবে। ৩ অধ্যায়ে আমরা শমূয়েলের যে বর্ণনা পাই, তার থেকে কমপক্ষে ৩টি বিষয়কে আমরা চিহ্নিত করতে পারি, যেগুলিকে শমূয়েল তার জীবনে প্রাধান্য দিয়েছিল।

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

(ক) ঈশ্বরের উদ্দেশে সম্পূর্ণ সমর্পিত জীবন: শমূয়েল নিশ্চয়ই তার মায়ের কাছ থেকে শুনেছিল যে ঈশ্বরের অনুগ্রহে কীভাবে তার জন্ম হয়েছে, এবং চিরজীবনের জন্য সে ঈশ্বরকে দত্ত হয়েছে (১:২৮)। তাই, শমূয়েলের মধ্যে ঈশ্বরের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত মনোভাব উপস্থিত ছিল। এইজন্য, ৩য় ডাকের পর এলির কাছ থেকে সঠিক নির্দেশনা পেয়ে কোনও প্রশ্ন ছাড়াই ঈশ্বরের ৪র্থ ডাকে শমূয়েল উত্তর দিয়েছিল, *"বলুন, আপনার দাস শুনছে"* (১০ পদ)। যীশু যেমন সক্কেয়কে নাম ধরে ডেকে গাছ থেকে নিচে নেমে আসতে বলেছিলেন, ঈশ্বরও শমূয়েলকে তার নাম ধরে ডেকেছিলেন, এবং তাঁর ৪র্থ ডাকে তিনি শমূয়েল নামকে দু-বার উচ্চারণ করেছিলেন। এর আগে শমূয়েল যেহেতু কখনও এইভাবে ঈশ্বরের কথা শোনেনি, তাই তা চিনতে যদিও তার সময় লেগেছিল; কিন্তু তার জীবন ঈশ্বরের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত হওয়ায়, তাঁর কথা শোনা ও পালন করার ইচ্ছা প্রকাশ করতে শমূয়েল বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেনি। শমূয়েলের এই উত্তরকে আমরা যিশাইয় ৬:৮ পদে যিশাইয়ের কথার সঙ্গে তুলনা করতে পারি: *"এই আমি, আমাকে পাঠাও।"* আমরা যখন শমূয়েল বা যিশাইয়ের মতো এমন সমর্পণের মনোভাবের অধিকারী হই, তাঁকে প্রভু বলে স্বীকার করে, তাঁর ইচ্ছাকে নিঃশর্তভাবে পালন করার আগ্রহ দেখাই, তখন তা দেখে তিনি খুশি হয়ে থাকেন। এইভাবে, একদিকে যখন ঈশ্বর তাঁর কথা শমূয়েলকে জানানো শুরু করলেন, তখন অন্যদিকে এলি আর ঈশ্বরের কথা শুনতে পাবে না, ঈশ্বরের কথা শোনার জন্য তাকে শমূয়েলকে প্রশ্ন করতে হবে। আমাদের পরিস্থিতি কী প্রকার? আমরা কি শমূয়েলের মতো নিজেদেরকে তাঁর ইচ্ছার কাছে সম্পূর্ণভাবে সমর্পিত করেছি? না-কি, এখনও তাঁর ইচ্ছার উপরে আমাদের নিজেদের ইচ্ছা কাজ করে চলেছে?

(খ) অপ্রিয় হলেও সত্য কথা বলতে সৎসাহস: বালক শমূয়েল ঈশ্বরের সঙ্গে তার প্রথম সাক্ষাতে যে সমস্ত বিষয় অবগত হয়েছিল, তা হজম করা তার পক্ষে সহজ কাজ ছিল না। এর আগে (২:২৭-৩৬) ঈশ্বর তাঁর লোক পাঠিয়ে এলিকে যে সমস্ত কথা বলেছিলেন, শমূয়েল তার কিছুই জানত না। তাই, এলি ও তার কুলকে ঈশ্বর যে শাস্তি দিতে চলেছেন, তার কথা শুনে বালক শমূয়েল কতখানি বিচলিত হয়েছিল বা ভয় পেয়েছিল, তা আমরা সহজেই কল্পনা করতে পারি। শমূয়েলের পক্ষে সেই সমস্ত কথার কোনও বিষয় গোপন না করে এলিকে বলা সহজ কাজ ছিল না। ১৫ পদে বলা হয়েছে, *"শমূয়েল এলিকে ওই দর্শনের বিষয় জানাতে ভয় পেল।"* কিন্তু এলি যখন তার কাছে সেই দর্শনের বিষয় জানতে চাইল, কিছু গোপন করতে নিষেধ করল, তখন শমূয়েল সেই অপ্রিয় সত্য নির্ভিকভাবে শুনিয়েছিল: *"তখন শমূয়েল তাকে সেই সমস্ত কথা বলল, কিছুই গোপন করল না"* (১৮ পদ)।

আজ আমরা অন্যের মন যুগিয়ে কথা বলতে ভালোবাসি। যে সমস্ত কথার শুনলে সে দুঃখ পেতে পারে বা রেগে যেতে পারে, আমরা সাধারণত সেই সমস্ত কথা এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করি। একইভাবে, ঈশ্বরের বাক্য প্রচার করতে গিয়েও, আমরা বেশিরভাগ সময় মণ্ডলীর বিশ্বাসীরা যে সমস্ত বিষয় শুনতে চায়, শুনতে ভালোবাসে (যেমন অশীর্বাদ, জাগতিক প্রাচুর্য, সুখ, ইত্যাদি পাবার উপায়; অসুখ, সমস্যা, তাড়না, ইত্যাদি এড়াবার উপায়) কেবল সেই সমস্ত কথাই বলে থাকি। কিন্তু ঈশ্বর যখন তাঁর বাক্য আমাদের কাছে উপস্থিত করেন, তখন তা ঈশ্বরের বাক্য জ্ঞান করে, অপ্রিয় হলেও, কঠিন হলেও, কিছুই গোপন না করে তা কি আমরা মানুষের কাছে উপস্থিত করে থাকি? আমরা যেন ভুলে না যাই যে, শয়তানই আমাদের মাংসের অভিলাষ, চক্ষুর অভিলাষ, ও জীবিকার দর্প দ্বারা আকৃষ্ট করে থাকে। কিন্তু সেই পরীক্ষায় প্রথম আদম যখন পতিত হয়েছিল, তখন দ্বিতীয় আদম (খ্রীস্ট) ঈশ্বরের বাক্য দ্বারা জয়লাভ করেছিলেন। তাই, আমরাও যদি জয়লাভ করতে চাই, আমাদের প্রয়োজন ঈশ্বরের বাক্য দ্বারা পূর্ণ হওয়া; যার জন্য সত্যবাদিতাকে আমাদের জীবনে প্রাধান্য দিতে হবে, মিথ্যার আশ্রয় নিলে, আমরা কখনও জগতকে জয় করতে পারব না।

(গ) ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি নির্ভরতা: শমূয়েল যখন তার জীবনে ঈশ্বরের প্রতি উৎসর্গীকৃত ও

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

সত্যকথনে সৎসাহস দেখানোকে প্রাধান্য দিয়েছিল, তখন তা তাকে ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি নির্ভরতাও দিয়েছিল। তাই, ১৯ পদে এমন কথা বলা হয়েছে, ***"পরে শমূয়েল বেড়ে উঠতে লাগল, এবং সদাপ্রভু তার সহবর্তী ছিলেন, তার কোনও কথা মাটিতে পড়তে দিতেন না।"*** এর অর্থ, শমূয়েলের মাধ্যমে ঈশ্বর যে সমস্ত কথা বলতেন, তাদের কোনটাই অপূর্ণ রাখতেন না। আধ্যাত্মিক খরা তথা ঈশ্বরের বাক্য যখন দুর্লভ ছিল, তখন সদাপ্রভু শমূয়েলের সহবর্তী ছিলেন; কেবল তাই নয়, শমূয়েলের মাধ্যমে ঈশ্বর সমগ্র ইস্রায়েলের কাছে (উত্তরে দান থেকে দক্ষিণে বের্-শেবা পর্যন্ত) তাঁর কথা জানাতে শুরু করলেন। আর শমূয়েলের মাধ্যমে ঈশ্বর যা কিছু বলতেন, বা ভাববাণী করতেন, তার সবই পূর্ণ করতেন। ফলস্বরূপ, সমস্ত ইস্রায়েল শমূয়েলকে সদাপ্রভুর সত্য ভাববাদি (২বিবরণ ১৩:১-৫; ১৮:১৪-২২) বলে স্বীকার করেছিল।

এখন, এর থেকে পরিষ্কার যে শমূয়েলও ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি নির্ভরতার জীবন যাপন করত বলেই, ঈশ্বরের বাক্যকে সঠিকভাবে মানুষের কাছে পৌঁছে দিত। ২১ পদের শেষে এমন কথা বলা হয়েছে, ***"সমস্ত ইস্রায়েলের কাছে শমূয়েলের বাক্য উপস্থিত হত।"*** এর অর্থ, ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি নির্ভরতায় শমূয়েল ঈশ্বরের বাক্যকে সমস্ত ইস্রায়েলের কাছে উপস্থিত করত।

আজ আমরা ঈশ্বরের বাক্যে কতখানি নির্ভর করে থাকি? বাইবেলকে ঈশ্বরের বাক্য বলে মুখে স্বীকার করা সত্ত্বেও কি আমরা আমাদের যুক্তি, বিচার-বুদ্ধি ও সাধারণ জ্ঞানের উপর বেশি নির্ভর করি না? তা যদি সত্য হয়, তাহলে আমাদের পক্ষে ঈশ্বরের বাক্য অবধান করা খুবই কঠিন কাজ। ঈশ্বর, তুমি তোমার অনুগ্রহে আত্ম-নির্ভরতার পরিবর্তে আমাদের প্রকৃত খ্রীস্ট-নির্ভরতা দাও!

ঈশ্বর ইস্রায়েলের জাতীয় জীবনে এক বিশাল পরিবর্তন আনতে চলেছেন। ঈশ্বর তাঁর নিজের গৃহকে দূষণ মুক্ত করে সেই পরিবর্তনের সূচনা করতে চলেছেন। কিন্তু সমগ্র জাতিকে ফেরাতে হলে, তাদের কাছে ঈশ্বরের বাক্যকে পৌঁছে দিতে হবে। সেই কাজে বিচারকরা বা যাজক এলি ও তার সন্তানরা যখন ব্যর্থ হয়েছে, তখন তাদের পরিত্যাগ করে ঈশ্বর শমূয়েলের মাধ্যমে সমস্ত ইস্রায়েলের কাছে তাঁর বাক্য পৌঁছে দিবার পরিকল্পনা করেছেন। অলৌকীকভাবে শমূয়েলকে জন্ম দিয়ে, নিজের জন্য তিনি তাকে পৃথক করেছেন, একইসঙ্গে তাঁর বাক্য অবধান করার জন্য তিনি শমূয়েলকে উপযুক্ত প্রস্তুতি দিয়েছেন এবং শমূয়েলের জীবনে প্রধান ও প্রথম বিষয়গুলিকে চিহ্নিত করেছেন। আজ, আমরা যদি আমাদের দেশ ও জাতির জীবনে প্রকৃত পরিবর্তন আশা করি, তাহলে আমাদের প্রয়োজন ঈশ্বরের বাক্য শোনা ও পালন করা।

আজও ঈশ্বর তাঁর ইচ্ছা ও পরিকল্পনার কথা তাঁর বাক্যের দ্বারা, কোনও প্রচারের দ্বারা, তাঁর আত্মার দ্বারা, আমাদের সৎ সংবেদের (বিবেক) দ্বারা, আমাদের পরিস্থিতির দ্বারা বিশ্বাসী আমাদের জানিয়ে থাকেন। এই সমস্ত বিষয়ের মাধ্যমে ঈশ্বর যখন আমাদের কাছে তাঁর বাক্য উপস্থিত করেন বলে আমরা মনে করি, তখন তা সত্যিই ঈশ্বরের বাক্য, না-কি তা আমাদের ব্যক্তিগত উপলব্ধি, তা জানবার জন্য আমরা কয়েকটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দেব: (১) তা যেন আত্ম-কেন্দ্রিক হওয়ার পরিবর্তে ঈশ্বর-কেন্দ্রিক হয় (১শমূয়েল ২:৩০); (২) তা যেন ঈশ্বরের লিপিবদ্ধ বাক্যের বিপরীত না হয়; (৩) তা যেন ঈশ্বর-বিশ্বস্ত অন্যান্য পরামর্শদানকারীদের কথার সঙ্গে সাদৃশ্য বজায় রাখে (শমূয়েল এলির কাছে ছুটে গেছিল; হিতোপদেশ ১৫:২২); (৪) তা যেন আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে শান্তি দেয়।

হ্যাঁ, ঈশ্বর আজও আমাদেরকে তাঁর বাক্য দিয়ে চলেছেন; কিন্তু প্রশ্ন হল, আমরা কি তাঁর বাক্য অবধান করতে আগ্রহী? আর তাঁর বাক্য অবধান করার অর্থ, তাঁকে অন্বেষণ করা ও তাঁর বাক্য পালন করা। তার জন্য প্রয়োজন, তাঁর বাক্য অবধানে শমূয়েলের ন্যায় প্রস্তুতি গ্রহণ ও প্রাধান্য স্থির করা। তা যদি আমরা করি, তাহলে তিনি যখন আমাদের ডাকবেন, আমরাও শমূয়েলের মতো বলতে পারব: ***"বলুন, আপনার দাস শুনছে।"***

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com